12 MAR 2015

দৈনিক
ইত্তেফাক

রাজশাহীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ বিতরণে অর্থ বাণিজ্য!

■ রাজশাহী অফিস

রাজশাহীতে ৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ বিতরণে অর্থ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে ও ক্লাসে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে পাঠদানের উদ্দেশে সরকারিভাবে ল্যাপটপগুলো সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিতরণের কথা।

নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক ভুক্তভোগী কয়েকজন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, সংশ্লিষ্ট থানা শিক্ষা অফিস থেকে বিতরণের সময় প্রতিটি ল্যাপটপের বিপরীতে পাঁচশ' টাকা জোর করে আদায় করা হয়েছে। মৌখিকভাবে প্রতিবাদ করেও কোনো প্রতিকার না পেয়ে সাংবাদিকদের বিষয়টি তারা জানান।

জানা গেছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে গত কয়েক বছর ধরে সরকারিভাবে বিনামূল্যে ল্যাপটপ বিতরণ করা হচ্ছে। ২০১৫ সালের জন্য রাজশাহীর ১০টি উপজেলার প্রতিটিতে আটটি করে ৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮০টি এবং আটটি উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের জন্য একটি করে আটটিসহ মোট ৮৮টি ল্যাপটপ গত ১০ মার্চ বিতরণ করা হয়। প্রাথমিক শিক্ষা অফিস থেকে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকদের পাঁচশ' টাকা করে খরচ বাবদ বাধ্যতামূলকভাবে জমার নির্দেশ দেন থানা শিক্ষা কর্মকর্তারা। পরে কর্মকর্তার কথামত শিক্ষা অফিসে পাঁচশ' টাকা করে জমা দিয়ে প্রধান শিক্ষকরা ল্যাপটপ গ্রহণ করেন। এনিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রধান শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

ওই প্রধান শিক্ষকরা বলেন, বিদ্যালয়ের নিজস্ব কোনো ফান্ড থাকে না। সেক্ষেত্রে সরকারিভাবে বরাদ্দকৃত ল্যাপটপ বিতরণে পাঁচশ' টাকা করে আদায় অযৌক্তিক। নগরীর বোয়ালিয়া থানা শিক্ষা কর্মকর্তা রাখি চক্রবর্তী টাকা আদায়ের সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি ইত্তেফাককে বলেন, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের সিদ্ধান্ত মোতাবেক টাকা নেয়া হয়েছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আবুল কাশেম জানান, দুই সপ্তাহের ছুটিতে থাকার কারণে বিষয়টি তার জানা নেই। তবে তার অফিসের একাধিক কর্মকর্তা জানান, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ল্যাপটপগুলো পরিবহনের কোনো খরচ দেয়া হয়নি। এমনকি কুরিয়ারেও ওগুলো পাঠায়নি। তাই দুইটি মাইক্রোবাস ভাড়া করে ল্যাপটপগুলো ঢাকা থেকে রাজশাহীতে আনা হয়েছিল। মাইক্রোবাসের ভাড়া বাবদ প্রতিটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে পাঁচশ' টাকা করে নেয়া হয়েছে। অধিদপ্তর ল্যাপটপ পরিবহনের খরচের টাকা দিলে তারা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের নিকট থেকে আদায়কৃত টাকা ফেরত দেবেন বলেও দাবি করেন।